

কিশোরদের জন্য রহস্য ও বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প

রাতের আকাশে অদৃশ্য সংকেত

একটি সংকেত,
এক রহস্যময় বার্তা
আর তিন বন্ধুর
দুঃসাহসিক অনুসন্ধান...





অদৃশ্য শব্দ

শহরের একেবারে শেষ প্রান্তে ছিল একটি ছোট্ট বিজ্ঞান ক্লাব। সপ্তাহে তিন দিন সেখানে এলাকার কিশোর-কিশোরীরা জড়ো হতো। কেউ রোবট বানাত, কেউ আকাশের তারা দেখত, আবার কেউ পুরোনো যন্ত্র খুলে তার ভেতরটা দেখত। ক্লাবটির নাম ছিল “আকাশবাড়ি বিজ্ঞানকেন্দ্র।”

রাফি, নীলয় আর তূর্যও নিয়মিত সেখানে যেত। আগের রহস্যের পর তাদের কৌতূহল আরও বেড়ে গিয়েছিল। তবে এবার তারা কোনো পুরোনো বাড়ির রহস্য খুঁজছিল না। তাদের আগ্রহ ছিল আকাশ নিয়ে।

এক শুক্রবার সন্ধ্যায় বিজ্ঞানকেন্দ্রের পুরোনো স্টোররুম পরিষ্কার করতে গিয়ে তূর্য একটি ধুলোমাখা বাক্স খুঁজে পেল। বাক্সের গায়ে লেখা—“রেডিও গ্রহণযন্ত্র, ১৯৮৭।”

তূর্য বাক্সটি হাতে নিয়ে বলল, “এটা দিয়ে কী করা হতো?” বিজ্ঞানকেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা সামিউল স্যার বললেন, “আগে দূরের রেডিও সংকেত ধরার জন্য

এমন যন্ত্র ব্যবহার করা হতো। এখন অবশ্য অনেক আধুনিক যন্ত্র আছে।”

রাফি বলল, “চালু করা যায়?” স্যার হেসে বললেন, “ব্যাটারি আর তার ঠিক থাকলে চেষ্টা করা যায়। তবে সাবধানে। পুরোনো যন্ত্র মানেই রহস্য নয়।”

সেদিন রাতে তারা যন্ত্রটি পরীক্ষার করে টেবিলের ওপর বসাল। কয়েকবার চেষ্টা করার পর হঠাৎ স্পিকারে ভেসে এল—শৌ... শৌ... তারপর একটি ক্ষীণ শব্দ। টিক... টিক... টিক... টিক... তিন বন্ধু একে অপরের দিকে তাকাল। তূর্য ফিসফিস করে বলল, “এটা কি কেউ পাঠাচ্ছে?” রাফি উত্তর দিল না। সে শুধু নোটবুকে সময় লিখল—রাত ৮টা ১৭ মিনিট। তারপর বলল, “আগে দেখি শব্দটা আবার কখন আসে।”

একই শব্দ, একই সময়

পরের শুক্রবার তারা আবার রেডিওটি চালু করল। আগের মতোই কয়েক মিনিট কোনো শব্দ নেই। তারপর ঠিক রাত ৮টা ১৭ মিনিটে স্পিকারে আবার সেই শব্দ—
টিক... টিক... টিক... টিক...

নীলয় ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, “একই সময়! এটা কাকতালীয় হতে পারে?” রাফি বলল, “একবার হলে কাকতালীয় হতে পারে। দুবার হলে পরীক্ষা করতে হবে।”

তারা পরপর চারটি সন্ধ্যায় যন্ত্রটি চালু করল। প্রথম দিন ৮টা ১৭ মিনিটে চারটি টিক। দ্বিতীয় দিনও একই। তৃতীয় দিনে পাঁচটি টিক। চতুর্থ দিনে আবার চারটি। তুর্য উত্তেজিত হয়ে বলল, “এটা নিশ্চয়ই কোনো গোপন কোড।”

সামিউল স্যার বললেন, “কোড হতে পারে, আবার কোনো স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সংকেতও হতে পারে। রহস্য খুঁজতে গেলে প্রথম কাজ হলো সম্ভাবনাগুলো আলাদা করা।”

রাফি একটি তালিকা বানা। সংকেতটি কোথা থেকে আসতে পারে—রেডিও স্টেশন, কাছের কোনো বৈদ্যুতিক যন্ত্র, আবহাওয়ার কারণে তৈরি শব্দ, কিংবা কোনো নির্দিষ্ট প্রেরক। তারা সিদ্ধান্ত নিল, শুধু শোনা নয়—সংকেতের সময়, দৈর্ঘ্য এবং বিরতি মেপে রাখতে হবে। পরের রাতে নীলয় স্টপওয়াচ হাতে বসল। সংকেত শুরু হলো ৮টা ১৭ মিনিট ১২ সেকেন্ডে। চারটি টিকের মাঝে বিরতি ছিল প্রায় সমান। তূর্য বলল, “তাহলে আমরা কী পেয়েছি?” রাফি বলল, “এখনও উত্তর পাইনি। কিন্তু একটা নিয়মিত প্যাটার্ন পেয়েছি। আর বিজ্ঞান অনেক সময় প্যাটার্ন থেকেই শুরু হয়।”

পুরোনো নকশা

পরের দিন বিজ্ঞানকেন্দ্রের লাইব্রেরিতে তারা পুরোনো নথি খুঁজতে শুরু করল। সামিউল স্যার জানালেন, ১৯৮০-এর দশকে এই ভবনটি একটি ছোট অপেশাদার জ্যোতির্বিজ্ঞান পর্যবেক্ষণকেন্দ্র ছিল। ছাদে একটি ছোট টেলিস্কোপও ছিল।

রাফি পুরোনো নকশা খুলে দেখল। ছাদের এক কোণে গোলাকার একটি ঘর আঁকা। পাশে লেখা —“সিগন্যাল রিসিভার।” নীলয় বলল, “রেডিওটা তাহলে এখানেই ব্যবহার হতো।” তূর্য নকশার ওপর ঝুঁকে বলল, “কিন্তু এই ঘরটা এখন কোথায়?”

তারা ছাদে উঠে জায়গাটি খুঁজতে লাগল। নতুন ভবনের অংশ যোগ হওয়ায় পুরোনো ঘরটি আর দেখা যায় না। তবে এক কোণে পুরোনো ইটের দেয়ালের অংশ এখনও আছে। রাফি দেয়ালে একটি ধাতব প্লেট দেখতে পেল। ধুলো পরিষ্কার করতেই লেখা ফুটে উঠল —“R-17।”

তূর্য বলল, “আবার ১৭!” সামিউল স্যার বললেন, “১৭ সংখ্যাটি নিয়ে এখনই কোনো গল্প বানিও না।

হয়তো এটি শুধু যন্ত্রের নম্বর।” পুরোনো নথির আরও কয়েকটি পাতায় তারা দেখল, পর্যবেক্ষণকেন্দ্রটি উল্কা, সৌর কার্যকলাপ এবং দূরের রেডিও তরঙ্গ নিয়ে পরীক্ষা করত। একটি পাতায় লেখা—“আকাশের কোনো সংকেতের প্রকৃত উৎস না জানা পর্যন্ত সিদ্ধান্তে যাওয়া যাবে না।” তিন বন্ধু বুঝল, বহু বছর আগে যারা এখানে কাজ করতেন, তারাও একই প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছিলেন—আকাশের অদ্ভুত সংকেতের উৎস কোথায়?

দিক খোঁজা

সংকেতটি সত্যিই বাইরে থেকে আসছে কি না, তা বোঝার জন্য রাফি একটি সহজ পরীক্ষা প্রস্তাব করল। রেডিও গ্রহণযন্ত্রটি ঘুরিয়ে বিভিন্ন দিকে ধরলে সংকেতের শক্তি বদলায় কি না দেখতে হবে।

সামিউল স্যার তাদের একটি ছোট দিকনির্দেশক অ্যান্টেনা দিলেন। তিন বন্ধু ছাদে উঠে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম—চার দিকে অ্যান্টেনা ঘুরিয়ে সংকেত মাপল। পরের রাতেও একই পরীক্ষা করা হলো। আশ্চর্যজনকভাবে উত্তর-পূর্ব দিকে অ্যান্টেনা রাখলে সংকেত কিছুটা শক্তিশালী হয়। তুর্য বলল, “তাহলে সংকেত আকাশের ওই দিক থেকেই আসছে!”

রাফি বলল, “হয়তো। কিন্তু অ্যান্টেনার প্রতিফলন বা আশপাশের কোনো উৎসও হতে পারে।” তারা বিজ্ঞানকেন্দ্রের বাইরে গিয়ে আবার পরীক্ষা করল। রাস্তার অন্য পাশে সংকেত কিছুটা দুর্বল। মাঠের মাঝখানে গেলে আরও দুর্বল। কিন্তু বিজ্ঞানকেন্দ্রের ছাদের নির্দিষ্ট জায়গায় আবার শক্তিশালী। নীলয় বলল, “এটা তো উল্টো! বাইরে গেলে কমে যাচ্ছে।”

রাফি চুপ করে রইল। তারপর বলল, “তাহলে সম্ভবত সংকেতের উৎস আকাশে নয়। হয়তো আমাদের খুব কাছেই কোনো কিছু থেকে প্রতিফলিত হচ্ছে বা কোনো পুরোনো যন্ত্র কাজ করছে।” তারা অ্যান্টেনার অবস্থান, সময় এবং সংকেতের শক্তি নোট করল। এবার রহস্যটি আরও কঠিন হয়ে উঠল। কারণ কোনো ভালো প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে কখনো কখনো নিজের প্রথম ধারণাটাকেই ভুল প্রমাণ করতে হয়।

বন্ধ ঘরের দরজা

পুরোনো নকশা দেখে তারা বুঝতে পারল, ছাদের যে জায়গায় সংকেত সবচেয়ে শক্তিশালী, তার নিচেই আগে একটি ছোট যন্ত্রকক্ষ ছিল। নতুন দেয়ালের পেছনে ঘরটি বন্ধ হয়ে আছে।

অনুমতি নিয়ে একটি ছোট পরিদর্শনের ব্যবস্থা হলো। দেয়ালের এক পাশে পুরোনো লোহার দরজার কিনারা দেখা গেল। দরজার ওপর ধুলো জমে আছে। তালা নেই, কিন্তু দরজাটি আটকে গেছে। দরজা খোলার পর ভেতরে বাতাসের সঙ্গে পুরোনো ধাতুর গন্ধ এল। ঘরের মাঝখানে একটি লম্বা টেবিল। টেবিলের ওপর তার, সুইচ, পুরোনো মিটার এবং একটি গোলাকার ধাতব বাক্স।

রাফি বলল, “এটাই কি R-17?” বাক্সটির পাশে সত্যিই ছোট একটি প্লেট—R-17। নীলয় মিটারটি দেখে বলল, “এখানে তো কোনো বিদ্যুৎ সংযোগ নেই।” সামিউল স্যার বললেন, “তাহলে আমরা আরও সাবধানে পরীক্ষা করব। কোনো তার জোড়া লাগাবে না।”

তারা বাক্সটির চারপাশে ধুলো পরিষ্কার করল।
ভেতরে পুরোনো একটি কয়েল, কয়েকটি চুম্বক এবং
একটি ঘূর্ণনশীল চাকতি দেখা গেল। রাফি বলল, “এটা
হয়তো রেডিও সিগন্যালের অংশ ছিল।” স্যার বললেন,
“হতে পারে। তবে আগে এর কাজ সম্পর্কে নথি খুঁজতে
হবে।” তখন তুর্য হঠাৎ বলল, “শুনছ? আবার শব্দ
হচ্ছে!” ঘরের ভেতর থেকেই ভেসে এল—টিক...
টিক... টিক... টিক... তিনজন চুপ করে গেল। বিদ্যুৎ
নেই, তবু পুরোনো যন্ত্রের ভেতর থেকে সংকেত
আসছে। এবার সত্যিই মনে হলো, তারা কোনো
গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের কাছে পৌঁছে গেছে।

চুম্বকের রহস্য

সামিউল স্যার ঘরটি ভালোভাবে পরীক্ষা করে বুঝলেন, পুরোনো যন্ত্রটি সরাসরি বিদ্যুতে চলছে না। কাছাকাছি থাকা বৈদ্যুতিক তারের পরিবর্তিত চৌম্বক ক্ষেত্র থেকে খুব সামান্য শক্তি তৈরি হতে পারে। তবে তাতে নিয়মিত চারটি টিক তৈরি হওয়ার কথা নয়।

রাফি বলল, “তাহলে শব্দটা যন্ত্রের নিজের কোনো যান্ত্রিক অংশ থেকে আসছে কি?” স্যার একটি ছোট আয়না এনে চাকতির গতিবিধি দেখতে বললেন। তারা আলো ফেলতেই দেখতে পেল, চাকতিটি খুব ধীরে ঘুরছে।

নীলয় অবাক হয়ে বলল, “কিন্তু এটা ঘুরছে কীভাবে?” স্যার বললেন, “চুম্বক আর ধাতব অংশের মিথস্ক্রিয়ায় ছোট একটি যান্ত্রিক গতি তৈরি হতে পারে। তবে উৎসটা বের করতে হবে।” তারা পুরোনো নথির সঙ্গে যন্ত্রটির নকশা মিলিয়ে দেখল। নকশায় লেখা ছিল, R-17 ছিল একটি “সিগন্যাল রিপিটার”—দূরের দুর্বল রেডিও পালস শনাক্ত করে স্থানীয় মিটারে দেখানোর জন্য বানানো একটি পরীক্ষামূলক যন্ত্র।

রাফি বলল, “তাহলে আমরা যে টিক শুনছি, সেটা হয়তো পুরোনো যন্ত্রের পুনরাবৃত্ত সংকেত।” স্যার মাথা নাড়লেন। “সম্ভাবনা আছে। এখন দেখতে হবে সংকেতের আসল উৎস এখনও আছে কি না।” তারা অ্যান্টেনা সংযোগ পরীক্ষা করল। পুরোনো অ্যান্টেনা ছাদের ভেতরের একটি সরু পাইপের দিকে গেছে। পাইপটি ভবনের বাইরের দিকে উঠে গেছে। তারা নিরাপদভাবে অ্যান্টেনার সংযোগ আলাদা করল। ৮টা ১৭ মিনিট এল। কিন্তু এবার কোনো শব্দ হলো না। তিন বন্ধু একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল, “পেয়েছি!” তবু রহস্যের শেষ হয়নি। কারণ এখন নতুন প্রশ্ন—সংকেতটি আসছে কোথা থেকে?

আকাশের মানচিত্র

সংকেতের উৎস খুঁজতে তারা বিজ্ঞানকেন্দ্রের বড় অ্যান্টেনা ব্যবহার করল। বিভিন্ন সময়ে সংকেতের শক্তি মেপে তারা একটি সহজ মানচিত্র তৈরি করল।

প্রথমে মনে হলো সংকেত উত্তর-পূর্ব দিক থেকে আসছে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে দিকটি সামান্য বদলাচ্ছে। রাফি বলল, “যদি উৎসটা পৃথিবীর কোনো স্থির জায়গা হতো, দিক এতটা বদলানোর কথা নয়।”

নীলয় বলল, “তাহলে কি আকাশের কোনো বস্তু?” স্যার বললেন, “এটা পরীক্ষা করা যায়। পৃথিবী ঘোরার সঙ্গে আকাশের অনেক বস্তু আমাদের কাছে অন্যদিকে সরে যেতে দেখা যায়।”

তারা কয়েক রাত ধরে একই সময়ের আশপাশে সংকেতের দিক নোট করল। একটি অদ্ভুত প্যাটার্ন দেখা গেল। সংকেতের উৎসের দিক ধীরে ধীরে বদলায়, তারপর কয়েক দিন পর আবার প্রায় একই জায়গায় ফিরে আসে। তূর্য বলল, “এটা তো যেন কোনো কক্ষপথ!” স্যার বললেন, “সম্ভাবনা আছে। কৃত্রিম উপগ্রহও এমন সংকেত পাঠাতে পারে। তবে শুধু

প্যাটার্ন দেখে নিশ্চিত হওয়া যাবে না।” তারা পুরোনো নথিতে একটি তালিকা পেল। ১৯৮৭ সালে বিজ্ঞানকেন্দ্রের দলটি কিছু উপগ্রহের রেডিও সংকেত পর্যবেক্ষণ করেছিল। সেখানে একটি পরীক্ষামূলক আবহাওয়া উপগ্রহের নামও ছিল। রাফি বলল, “কিন্তু সেই উপগ্রহ তো এত বছর পরে এখনও সংকেত পাঠাবে?” স্যার বললেন, “সাধারণত কোনো যন্ত্রের আয়ু সীমিত। তাই নতুন তথ্য দরকার।” তারা আধুনিক তথ্য সংগ্রহ করার সিদ্ধান্ত নিল। এবার রহস্যটি আর শুধু গল্প নয়—এটি হয়ে উঠল একটি ছোট বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান।

চারটি টিকের অর্থ

পরের দিন রাফি একটি অনলাইন স্যাটেলাইট ট্র্যাকিং মানচিত্র দেখে সম্ভাব্য কক্ষপথের সঙ্গে তাদের সংকেতের সময় মিলিয়ে দেখল। একটি উপগ্রহের সময়ের সঙ্গে বেশ ভালো মিল পাওয়া গেল।

তুর্ঘ বলল, “ব্যস! রহস্যের সমাধান।” কিন্তু নীলয় বলল, “একটা তথ্য মিললেই কি নিশ্চিত হওয়া যায়?” রাফি হেসে বলল, “না। এবার আমরা নিজেদের ধারণাটাই পরীক্ষা করব।”

তারা উপগ্রহটি যখন অন্য সময় একই এলাকার ওপর দিয়ে যাবে, তখন রেডিও সংকেত আসে কি না দেখল। নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেল—কোনো সংকেত নেই। তুর্ঘ হতাশ হয়ে বলল, “তাহলে ওই উপগ্রহ নয়।” সামিউল স্যার বললেন, “এটাই গবেষণার মজার অংশ। ভুল অনুমানও কাজে লাগে, যদি সেটি আমাদের পরের পরীক্ষার দিকে নিয়ে যায়।”

তারা সংকেতের ফ্রিকোয়েন্সি আরও নির্ভুলভাবে মাপল। একজন স্থানীয় রেডিও অপারেটরের সঙ্গে যোগাযোগ করে তারা জানতে পারল, ওই এলাকায়

একটি স্বয়ংক্রিয় আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ স্টেশন ডেটা পাঠায়। স্টেশনটি পাহাড়ের ওপারে। তারা আবহাওয়া স্টেশনের প্রকাশিত তথ্য সংগ্রহ করল। দেখা গেল, প্রতিদিন রাত ৮টা ১৭ মিনিটের দিকে স্টেশনটি চারটি সংক্ষিপ্ত ডেটা পালস পাঠায়। রাফি বলল, “চারটি টিক মানে চারটি তথ্য?” স্যার বললেন, “সম্ভবত। এখন পরীক্ষা করো।” তারা নিরাপদভাবে আধুনিক রিসিভারে সংকেত ধরল। চারটি পালসের সঙ্গে চারটি মাপের ডেটা মিলল—তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বায়ুচাপ এবং বাতাসের গতি। তিন বন্ধু একে অপরের দিকে তাকাল। আকাশ থেকে আসা রহস্যময় বার্তাটি আসলে প্রকৃতির খবর বহন করছিল।

রহস্যের শেষ, অনুসন্ধানের শুরু

তারা বুঝল, চারটি টিক কোনো গোপন বার্তা নয়। প্রতিটি টিক ছিল স্বয়ংক্রিয় আবহাওয়া স্টেশনের একটি ডেটা পালস। পুরোনো R-17 যন্ত্র সেই পালস গ্রহণ করে যান্ত্রিক শব্দে রূপান্তর করত।

কিন্তু ১৯৮৭ সালের নথিতে একই ধরনের সংকেতের উল্লেখ কেন ছিল? নথির তারিখ মিলিয়ে তারা দেখল, তখনকার পর্যবেক্ষণকেন্দ্রও একই রকম রেডিও পালস নিয়ে পরীক্ষা করত। R-17 এমনভাবে তৈরি ছিল যে নির্দিষ্ট ব্যান্ডের সংকেত শনাক্ত করতে পারত। অর্থাৎ যন্ত্রটি বহু বছর পড়ে থাকলেও তার অ্যান্টেনা ও যান্ত্রিক অংশ পুরোপুরি নষ্ট হয়নি। আধুনিক আবহাওয়া স্টেশনের সংকেত তার মধ্যে ধরা পড়ছিল।

তুর্ঘ্য বলল, “তাহলে আকাশ থেকে রহস্যময় বার্তা আসছিল না?” রাফি হেসে বলল, “বার্তা আসছিল ঠিকই। তবে সেটা কোনো গোপন বার্তা নয়— আবহাওয়ার তথ্য।” নীলয় বলল, “আর আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম মহাকাশ থেকে কেউ যোগাযোগ করছে।”

স্যার বললেন, “কৌতূহল ভুল নয়। কিন্তু কৌতূহলকে প্রমাণ দিয়ে পরীক্ষা করাই আসল শিক্ষা।”

তিন বন্ধু R-17 যন্ত্রটির একটি আধুনিক মডেল বানানোর সিদ্ধান্ত নিল। ছোট সেন্সর, রেডিও রিসিভার ও একটি মাইক্রোকন্ট্রোলার ব্যবহার করে তারা এমন ব্যবস্থা তৈরি করল, যা চার ধরনের আবহাওয়া তথ্যকে চারটি আলাদা সংকেতে দেখাতে পারে। বিজ্ঞানকেন্দ্রের প্রদর্শনীতে যন্ত্রটি রাখা হলো। দর্শনার্থীরা সংকেত শুনে স্ক্রিনে তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বায়ুচাপ ও বাতাসের গতি দেখতে পারত। রাফি একটি ফলকে লিখল—“প্রথমে শুনুন। তারপর প্রশ্ন করুন। শেষে প্রমাণ খুঁজুন।” সেদিন সন্ধ্যায় তিন বন্ধু ছাদে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকাল। অসংখ্য তারা জ্বলছিল। তূর্য বলল, “আজ থেকে কোনো অদ্ভুত শব্দ শুনলেই আগে পরীক্ষা করব।” নীলয় বলল, “আর উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত প্রশ্ন করা বন্ধ করব না।” রাফি নোটবুক খুলে শেষ লাইনটি লিখল—“সব রহস্যের উত্তর অলৌকিক নয়। অনেক রহস্যের উত্তর লুকিয়ে থাকে বিজ্ঞান, পর্যবেক্ষণ আর ধৈর্যের মধ্যে।”

গল্প থেকে যা শিখলাম

১. প্রথম ধারণাকে সত্যি ধরে নিও না: কোনো অদ্ভুত ঘটনা দেখলে প্রথম যে ব্যাখ্যাটি মনে আসে, সেটিই সত্যি—এমন ধরে নেওয়া ঠিক নয়।

২. প্যাটার্ন খুঁজে বের করো: সময়, সংখ্যা, বিরতি বা পরিবর্তনের নিয়ম লিখে রাখলে একটি ঘটনার গঠন বোঝা সহজ হয়।

৩. পরীক্ষা দিয়ে অনুমান যাচাই করো: কোনো ধারণা ঠিক কি না তা বোঝার জন্য এমন পরীক্ষা করতে হয়, যার ফল ধারণাটিকে সমর্থন বা ভুল প্রমাণ করতে পারে।

৪. ভুল ফলও শেখায়: একটি অনুমান ভুল হলে গবেষণা থেমে যায় না। বরং ভুল ফল পরের প্রশ্নটি আরও পরিষ্কার করে।

৫. তথ্যের অর্থ বোঝো: একটি সংকেত পাওয়া আর সেই সংকেতের অর্থ বোঝা এক বিষয় নয়। উৎস, পদ্ধতি ও প্রেক্ষাপট বুঝতে হয়।

* কিশোর রহস্যগল্প: "রাতের আকাশে অদৃশ্য সংকেত" | পরিবেশনায়: ক্যাটালগ
পাবলিকেশনস (www.catalog.com.bd)